কোটি মানুষের অমিত ভালোবাসায়

বেঁচে আছে অমিত তবে...

মনে পড়ে অমিতকে? ফুটফুটে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার অমিত পিজি হাসপাতালের আইসিইউতে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শুয়েছিল। এ পর্যন্ত দেশের একমাত্র ওয়াইল্ড পোলিও আক্রান্ত শিশু। যার চিকিৎসা খরচ যোগাতে সারা দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন। তার চিকিৎসা ফান্ডে জমা পড়েছিল ৮৯ লাখ টাকা। আপনাদের ভালোবাসার অমিত বেঁচে আছে। কিন্তু মাংসপিণ্ডের মতো নিথর হয়ে ৬টি বছর বিছানায় পড়ে থাকাটা কি জীবন? কোটি মানুষের ভালোবাসার অমিতকে দেখতে গিয়েছিলেন...বদরুল আলম নাবিল ও ডা.এম ফায়েজ সাজ্জাদ

‘দুর সবাইকে বেড়াল ভাবে’- ব্যাঙ্গাত্মক হাসিমাখা মুখে, অনেকটা সুর তুলে কথাগুলো বলে ফেলল অমিত। সে শুয়ে ছিল ঠিক হাসপাতালের বিছানার মতো একটি বিছানায়। এসি রুম, এক কোনায় একটি ১৪ ইঞ্চি টিভি সারাক্ষণ চলছে, বিছানার পাশেই অসংখ্য বই ভর্তি একটি সেলফ্। সে শুয়েছিল তার চিকন চিকন অপুষ্ট চারটা হাত-পা নিয়ে। শরীরের তুলনায় মাথা বেঢপ রকমের বড়। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য করা ট্রাকিয়োস্ট্রমি নল না দেখলে বোঝাই যাবে না চাদরে ঢাকা শরীর নিয়ে কি যুদ্ধ করছে সে।

১৯৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগে ভর্তি হয়েছিল অমিত। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা থেকে স্টুল পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেল সে ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত। রিপোর্ট পেয়ে চিকিৎসকরা তার বাঁচার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। অমিতের বাবা হাল ছাড়তে চাইলেন না; তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু এই রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে লাগবে ব্রিদিং পেসমেকার, যার দাম প্রায় অর্ধকোটি টাকা। এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য তার বাবার ছিল না। অমিত নিজেই সাংবাদিকদের বলল, ‘ঢাকা শহরে এত মানুষ, সবাই এক টাকা করে দিলেও আমার চিকিৎসা খরচ উঠে যায়। আমি বাঁচতে চাই।’ অভূতপূর্ব সাড়া পড়ল। দু’সপ্তাহের মধ্যে অমিতের বাবার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ল প্রায় ৭৫ লাখ টাকা। আমেরিকা থেকে ব্রিদিং পেসমেকার এল কিন্তু

৪৫ লাখ টাকার এই ছোট যন্ত্রটি ওর কোনো কাজেই লাগলো না। ফলে আগের মতো ব্রিদিং ভেন্টিলেটর দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত থাকলো। এভাবেই আরো সাড়ে ৫ বছর পেরিয়ে গেল, ব্রিদিং ভেন্টিলেটরের সাহায্যে অমিত বেঁচে আছে। বিদ্যুতের সাহায্যে চলা এই যন্ত্রটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হলে মারা যাবে অমিত, তাই ওর বাবা অথবা মা সব সময় পালাক্রমে ওর পাশে থাকে । বিদ্যুৎ চলে গেলে আরেকটি যন্ত্র দিয়ে Umbobag (আম্ব ব্যাগ) পাম্প করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখা হয়।

অমিত হাত-পা একদম নাড়তে পারে না। খাওয়া, গোসল, পায়খানা-প্রস্রাব সবই ওর বাবা-মা করিয়ে দেন। মেধাবী অমিত বই পড়তে ভলোবাসে কিন্তু বইয়ের পাতা উল্টানোর সামর্থ্য ওর নেই। বাবা-মা বা ফুটফুটে ছোট বোন প্রত্যাশা পাশে বসে পাতা উল্টে দেয়। মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা বই আর টিভি চ্যানেল AXN-এর The Contender তার প্রিয়। নিজ হাতে পাতা ওল্টাতে না পারলেও পড়ে শেষ করেছে শ'পাঁচেক বই। বিশেষজ্ঞদের মতে, Wild Polio-তে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি এখন পর্যন্ত ১১ মাসের বেশি বাঁচেনি। সম্ভবত অমিতের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সবার ভালোবাসা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দেশে লোডশেডিং এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিদ্যুৎ ছাড়া অমিতের ব্রিদিং ভেন্টিলেটরটি ১০ মিনিটের বেশি চলে না।

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে
অমিত ব্যথায় নীল হয়ে যায়।
আমরাও নীল হয়ে যাই
গোটা জাতি নীল হয়ে যায়।
একেই কি বলে জীবন?

অমিতের কবিতা

পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা

এখন যদি এসে যেত কিছু এলিয়ান
যদি তারা সবাই হত ভিলেন
যদি আমরা হতাম পৃথিবীর রক্ষাকারী
রকেটে উঠে মহাশূন্যে দিতাম গ্রহ পাড়ি
যদি পৃথিবীটা হয়ে যেত ধ্বংস
পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ হত পন্ড
আমরা কি যেতাম পৃথিবীকে বাঁচাতে
আমরা কি পারতাম পৃথিবীটাকে সাজাতে
পৃথিবীকে ভালবাসতে হবে
পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে হবে
শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।
মানুষের দুয়ারে দুয়ারে
তাহলেই পৃথিবীটা সুন্দর, শান্ত, ভালবাসায় পূর্ণ হবে
মধুময়, অনাবিল সব সুখে পৃথিবীটা গড়ে উঠবে।

অসুস্থ হওয়ার আগে লেখা

তার ব্যাঙ্গাত্মক হাসি আর বুদ্ধিদীপ্ত কথার অর্থ বুঝতে কিছুটা সময় লাগল। সে বুঝিয়ে দিল সে প্রস্তুত, সর্বদা প্রস্তুত। পৃথিবীর কোনো ভয়ই তার কাছে ভয়ঙ্কর নয়। তার কথা শুনলে বোঝাই যায় না যে, নিয়ন্ত্রিতভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলছে তার ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহ। যন্ত্রের সাহায্য না পেলে অবধারিত মৃত্যু তার কাছে এসে দাঁড়াবে। এই ব্রিদিং ভেন্টিলেটরটা তার গলায় স্থাপন করা হয় ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এরপর থেকে এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করা হয়নি। সম্ভবত সে-ই পৃথিবীতে একমাত্র রোগী যে এতো দীর্ঘ সময় ব্রিদিং ভেন্টিলেটরের সাহায্য নিয়ে বেঁচে আছে। অথচ ২০০০ সালে যখন তার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হলো, তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভেন্টিলেটর টিউব খুলে ফেলার এবং Let Him Die in piece.

চিকিৎসকরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দুই ভাগে। একদল বললো, বোর্ডের সিদ্ধান্ত ঠিক। অন্যদল বললো, আমরা এভাবে একটি প্রাণ ঝরে যেতে দিতে পারি না। খোঁজা হলো বিকল্প উপায়। পাওয়া গেল ব্রিদিং পেসমেকার। ২০০০ সালে ডা. ময়নুল হোসেন (Dept. of Anaesthesia & Intensive Care Med.) স্বাক্ষরিত Medical report ছিল ঠিক এ রকম-

So, We cannot just disconnect the tube & let Amit die.

How can we Rehabililate Him?

PHRENIC PACEMAKER (Breathing pacemaker) is the only way by which we can keep him Alive.

এই ফ্রেনিক পেসমেকার (Phrenic pacemaker) তখন বাজারজাত করতো Dobelle Lab, Inc নামক নিউইয়র্কের একটি

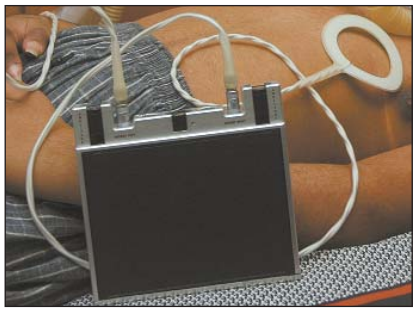

আমেরিকা থেকে ব্রিদিং পেসমেকার এল কিন্তু ৪৫ লাখ টাকার এই ছোট যন্ত্রটি ওর কোনো কাজেই লাগলো না

প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ($75,950) ৪৫ লাখ টাকার বিনিময়ে আনা হয়েছিল ব্রিদিং পেসমেকারটি। এ প্রসঙ্গে অমিতের বাবা বলেন, 'আমার এতো টাকা দেবার সামর্থ্য কখনোই ছিল না। পত্রিকা এবং মিডিয়ার প্রচারের ফলে প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে এ টাকা উঠে আসে। তবে টাকা থাকলেও বাংলাদেশে অনেক কিছু সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে গেলাম টাকা পাঠানোর জন্য। তারা বলল, এতো টাকা নিয়ে তোমার যন্ত্র যদি ওরা না পাঠায়, এই রিস্ক কে নেবে? আমি ছুটে গেলাম আমার এলাকার এমপি সাবের হোসেন চৌধুরীর কাছে। উনি দায়িত্ব নিলেন। যে

বাবা মশিউর রহমান ও বোন প্রত্যাশা অমিতের সঙ্গে

কারণে প্রতিটি কাগজ পরবর্তীতে ইস্যু হয়েছে সাবের হোসেন চৌধুরীর নামে, এমনকি যন্ত্রটাও এসেছে তার নামে।

যা হোক, এরপর ঠিক হলো ১০ অক্টোবর এই পেসমেকার স্থাপন করা হবে। না, কোনো ভিনদেশী শৈল্য চিকিৎসক এ অপারেশনে অংশ নেননি। আমাদের দেশের চিকিৎসকরা The breathing Diaphragmatic pacemaker system-এর সফল অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন।

কেমন আছে অমিত? একটি এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে আবদ্ধ অসংখ্য গল্পের বই, ভাইবোনদের পাওয়া বিভিন্ন ক্রেস্ট আর ১৪´´ মনিটরের রঙিন টিভিটাই অমিতের পৃথিবী। যে আবেগ-অনুভূতি নিয়ে দেশের মানুষ এগিয়ে এসেছে, সেই ৪৫ লাখ টাকার যন্ত্র অমিতের কোনো কাজেই আসেনি। কারণ এ যন্ত্রের সঙ্গে আছে আরেকটি Communicating Device (ISD লাইন যুক্ত), যার সাহায্যে বাংলাদেশে ব্রিদিং পেসমেকার সচল করলে Dobelle Lab নিউইয়র্ক থেকে মনিটর করতে পারতো অমিতের শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা এবং তারা প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নিতে সঙ্গে সঙ্গে ই-মেইল করে জানাতো। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অমিতের শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা সম্পর্কে কখনই Dobelle Lab সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারেনি। বহু চেষ্টার পর এ যন্ত্র ব্যবহারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সবাই। অমিত এখন একশ' ভাগ ব্রিদিং ভেন্টিলেটরের ওপর নির্ভরশীল।

ষষ্ঠ শ্রেণীর হাসিখুশি ছেলেটি হঠাৎ একদিন যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন মশিউর রহমানের (অমিতের বাবা) মনে কি ছিল আমরা জানি না। তবে যখন তার তিনতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামছি, তখন আমাদের মনজুড়ে ছিল সংগ্রামী ও স্নেহশীল বাবা-মা'র অসীম ধৈর্যশীল মুখ। নিজেরাই শোনালেন তাদের ৬ বছরের সংগ্রাম কাহিনী। হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত ছেলেটা এখন শুধু মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়াতে পারে। এই কষ্ট তাদের দুর্বল করে দেয়নি বরং ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার দুর্লভ প্রেরণা দিয়েছে। অমিতের বাবা গত সাড়ে ৫ বছর এক রাতও ঘুমাননি। সাড়াটা রাত কাটিয়ে দেন ছেলের পাশে। ভোর হলে ওর মা আসেন, বাবা নামাজ পড়ে ঘুমাতে যান। ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠে পড়তে হয়। কারণ অমিত বাবা ছাড়া আর কারো হাতে খায় না। এমনকি মার হাতেও না। বাবা যেখানেই যান দুপুর দেড়টার মধ্যে আবার ফিরে আসেন খাবার খাওয়াতে। তিন ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে অমিত দ্বিতীয়।

বাবা অথবা মা দুজনের একজনকে সব সময় পাশে পাশে থাকতে হয় অমিতের

বিদ্যুৎচালিত এই ব্রিদিং ভেন্টিলেটরটি অমিতকে ছয় বছর বাঁচিয়ে রেখেছে

শুধু নিথর অমিত নয়, পুরো পরিবারটিই যেন থমকে আছে এক জায়গায়। তাদের জীবনে কোনো আনন্দ নেই, ঈদ নেই, কোথাও একটু বেড়াতে যাওয়াও নেই।

অমিতের বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চোখের সামনে যখন ডাক্তাররা ভেন্টিলেটর টিউব খুলে দিতে চাইল, কেমন লেগেছিল তখন? টিউব খুলে দেবে শুনে দৌড়ে গেলাম বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে। আবার Academic Meeting বসল। প্রফেসর নূরুল ইসলাম স্যার বললেন, 'কারো জীবন ছিনিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই।' সে দিন থেকে অমিতের জন্য ফ্রি হয়ে গিয়েছিল BSMMU-র ICU বিভাগ। প্রত্যয়ী এই বাবাকে ডাক্তাররা বলেছিলেন, আমরা এ রোগের চিকিৎসা কি জানি না, তবে আপনি চাইলে কবিরাজ, ওঝা, ফকির যা খুশি নিয়ে আসতে পারেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। এরপর তিনি বেক্সিমকোর মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় খুঁজে বের করলেন Dobelle Lab. জোগাড় করলেন ব্রিদিং পেসমেকার। Dobelle Lab-এর ১৮৩তম পেসমেকারটি ছিল অমিতের। এর আগের ১৮২টি পেসমেকারের কোনোটিই পোলিও রোগীর গায়ে স্থাপন করা হয়নি। তিনি ভেঙে পড়েননি। আর দশটা রোগীর মতো বিদেশে পাড়ি দেয়ার চেষ্টাও করেননি। অমিত এখনো বেঁচে আছে। এখনো কৃত্রিম যন্ত্র তার বুকের দূষিত বাতাসগুলো টেনে বের করে নিচ্ছে। এটাই অসহায় বাবার একমাত্র প্রাপ্তি। রাত গভীর হলে অমিত ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটি হলে ছেলেকে আর পাওয়া যাবে না- এই ভয়ে ছেলের পাশে সারা রাত নির্ঘুম বসে থাকেন তিনি।

অমিতের চিকিৎসায় এ chš ৮০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বাসায় ঢুকেই দেখেছিলাম তিন তলায় অর্ধেকটাই ছাদ, দুটি মাত্র রুম। বাড়ি তো বড় করতে পারেন। বললেন, 'তৃতীয় একটি রুম থাকলে সেখানে আড্ডা জমতে পাড়ে। যদি সেখান থেকে অমিতের ডাক শুনতে না পাওয়া যায়!' এই স্নেহ তুলনারহিত। স্রেফ বিশাল!

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

একটি আবেদন

বাংলাদেশের অসংখ্য ব্যক্তি দেশে এবং প্রবাসে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সব পদে চাকরিরত। "Amit is the only reported case of wild polio, alive for more than 11 months." এবং বর্তমানে অমিত শুধু ব্রিদিং ভেন্টিলেটরের (Portable) সাহায্যে বেঁচে আছে। অমিতের Rehabilitation-এর জন্য Motorised Wheel Chair with Scanner অথবা Special Device to operate computer and other ways of communication অথবা যেকোনো উন্নত প্রযুক্তি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করুন অথবা প্রযুক্তির সেবা গ্রহণে যেকোনো প্রকার সহায়তা করুন।

mfsazzad@yahoo.com